২৭/৫/২০০২

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

দৈনিক ইনকিলাব

এইচএসসি পরীক্ষায় গণনকল, ছাত্র নামধারী সরকার দলীয় মাস্তানদের সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা

জামালউদ্দিন বারী

গত কয়েক বছরে পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে প্রশাসনের ধারাবাহিক ব্যর্থতা এবং শাসক দলের স্থানীয় গোষ্ঠীর প্রভাব ও ছাত্রলীগের ন্যক্কারজনক ভূমিকা ফলাও প্রকাশিত হয়ে পড়ার পর এ বছর আগেভাগেই শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ নকল প্রতিরোধে ব্যাপক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচারণা চালিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে কোন কাজ হয়নি। গত ১০ মে প্রথম পরীক্ষার দিনই যথারীতি পাবলিক পরীক্ষার নষ্ট রূপটি আবারও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ বছর ৭টি শিক্ষা বোর্ডের ৯৪২টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ৪৬২টি কেন্দ্রকে অত্যধিক নকলপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং কিছু কিছু কেন্দ্রে অতিরিক্ত পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরীক্ষার প্রথমদিন প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নকল সরবরাহকারীরা সুবিধা করতে না পারলেও পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতর নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা তাদের পারফরমেন্স যথারীতি প্রদর্শনে পিছপা হয়নি। পরীক্ষায় দায়িত্ব পালনরত শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ সহায়তা সত্ত্বেও প্রথম দিন ইংরেজী প্রথম পত্র পরীক্ষায় প্রায় ৮ হাজার পরীক্ষার্থী এবং কয়েক ডজন শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরীক্ষার দিন এ মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। ইংরেজী ২য় পত্র পরীক্ষার দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের ছত্রছায়ায় চলে ব্যাপক সহিংস ঘটনা, বহিষ্কৃত হয় প্রায় ১২ হাজার পরীক্ষার্থী। নীলফামারী ও জয়পুরহাটে সরকার দলীয় সন্ত্রাস ছিল ভয়াবহ। নীলফামারী সরকারী কলেজের ভিপি-জিএস-এর নেতৃত্বে ব্যাপক সন্ত্রাস ও ভাঙচুর চালানো হয়। কলেজের প্রিন্সিপ্যালও তাদের হাতে মারধরের শিকার হন।

নকল সরবরাহ করতে সুযোগ না দেয়া এবং কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দেয়ায় তারা সন্ত্রাস গোলযোগের সৃষ্টি করে। এ ঘটনায় কলেজ ছাত্র সংসদের ২৩ জন ছাত্রলীগ নেতাসহ মোট ৩২ জন গ্রেফতার হয়। একই দিন ডিমলা মহিলা কলেজের একজন শিক্ষিকা নকলবাজ সন্ত্রাসী পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতদের হাতে ন্যক্কারজনক নাজেহাল হন। ওরা উক্ত শিক্ষিকাকে মারপিট ও লাঞ্ছিত করে। বাংলা দ্বিতীয় পরীক্ষার দিন রংপুর জেলার মিঠাপুকুর পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রলীগের থানা আহবায়ক এবং মিঠাপুকুর ডিগ্রী কলেজ শাখার সভাপতির নেতৃত্বে এই কেন্দ্রে ত্রাসের সৃষ্টি করা একজন শিক্ষককে কন্ট্রোলরুমে ঢুকে বেদম প্রহা করা হয়। পরে ঐ শিক্ষককে মুমূর্ষু অবস্থা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা যায়, এ ঘটনার নেতৃত্বে থাকে জনৈক আনোয়ার সাদা লিমন, সে যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী আনিছুল হকে ভাগ্নে এবং স্থানীয় মিঠাপুকুর ছাত্রলীগে আহবায়ক। ফলে থানায় মামলা হলে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতা করা হচ্ছে না। এখাে মাত্র দু'তিনটি কেন্দ্রে সংক্ষিপ্ত তথ্য দেয় হল। সারাদেশে বিপুলসংখ্যক পরীক্ষ কেন্দ্রে এরূপ অরাজক ঘটনা সংঘটিত হচে পুলিশ ও প্রশাসনবে চ্যালেঞ্জ করেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার দলী মস্তানদের সংশ্লিষ্টতা কারণে পুলিশ তাদে ধরতে সাহস পায় না আর ধরলেও উপ মহলের নির্দেশে ছাড় পেয়ে যায়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে ঘৃণ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অদূর ভবিষ্যতে জাতিবে গভীর সংকট ও মেধাশূন্যতায় নিপতিত করবে সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও তা অতীতের ঐতিহ্য ও সুনাম খুইয়ে একটি মারাত্মব অপরাধজগত হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করছে বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যা, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি সংঘটিত হচ্ছে সরকার দলীয় ছাত্র নেতাদের ছত্রছায়ায়। প্রধানমন্ত্রী, আমাদে ভগ্নপ্রায় শিক্ষাঙ্গনকে বাঁচাতে সর্বশেষ দৃষ্টান্তমূলব একটা কিছু করুন! শাস্তি হোক তাদের যার পাবলিক পরীক্ষায় সন্ত্রাস চালিয়েছে কলারোয়ায়